বাইসাইকেল কিক করছেন লিওনিদাস ডি সিলভা

বিশ্বকাপের রকমারি চমক

বিশ্বকাপ ফুটবল মানেই বাঁধভাঙা উচ্ছ্বাস। আয়োজক দেশের মাঠগুলোতে যেমন নৈপুণ্য প্রদর্শনে মেতে ওঠেন সময়ের সেরা বুটাররা, তেমনি প্রতিটি দেশের ঘরে ঘরে মানুষ আনন্দ-জোয়ারে ভাসতে থাকে। আর মাঠ এবং মাঠের বাইরে ঘটে বিচিত্র সব ঘটনা। বিশ্বকাপের তেমনই কিছু রকমারি চমক থাকছে এখানে। লিখেছেন -জেড এম সাদ

● গ্রুপ পর্যায়ে নিজেদের দ্বিতীয় ম্যাচে আর্জেন্টিনাকে রুখতে রোবট ফুটবলার দিয়ে অনুশীলন করেছিল এশিয়ার অন্যতম ফুটবল শক্তি ইরান।

● এবারের বিশ্বকাপে সবচেয়ে দ্রুততম ফুটবলার হলেন নেদারল্যান্ডসের ফরোয়ার্ড আরজেন রবেন। ঘণ্টায় তিনি ৩৭ কিলোমিটার বেগে দৌড়েছেন। ফুটবল মাঠে এর আগে দ্রুততম দৌড়বিদদের মধ্যে ছিলেন থিও ওয়ালকট ৩৫.৭ কি.মি/ঘণ্টা, অ্যান্তোনিও ভ্যালেন্সিয়া ৩৫.২ কি.মি/ঘণ্টা, গ্যারেথ বেল ৩৪.৭ কি.মি/ঘণ্টা, অ্যারন লেনন ৩৩.৮ কি.মি/ঘণ্টা।

● এবারের বিশ্বকাপে প্রথম পেনাল্টি মিস করা ফুটবলার হচ্ছেন ফ্রান্সের করিম বেনজেমা, যাকে সময়ের অন্যতম সেরা স্ট্রাইকার হিসেবে গণ্য করা হয়। সুইজারল্যান্ডের বিপক্ষে পেনাল্টি মিস করেন ফরাসি এ স্ট্রাইকার।

● এবারের বিশ্বকাপে প্রতিবন্ধী দর্শকদের টিকিট নিয়ে কালোবাজারির অভিযোগ উঠেছে। কালোবাজারি রুখতে তদন্তে নেমেছে ব্রাজিল পুলিশ।

● ব্রাজিলে অন্য তারকাদের পোস্টারের তুলনায় সবচেয়ে বেশি চাহিদা ছিল মেসির পোস্টারের।

● ১৯৩০ বিশ্বকাপের ফাইনাল খেলা হয়েছিল দুই এটি বলে। প্রথমার্ধে খেলা হয়েছিল আর্জেন্টিনার বল 'টিটো' দিয়ে আর দ্বিতীয়ার্ধে খেলা হয়েছিল উরুগুয়ের বল 'টি' দিয়ে।

● ১৯৩০ বিশ্বকাপে কয়েকজন ফুটবলার টুপি মাথায় নেমেছিলেন। টুপিটির নাম ছিল 'বেরেট'। উরুগুয়ের পাবলো ডোরাডো, যুগোস্লাভিয়ার মিলোভান জাকশিক বেরেট পরে নেমেছিলেন।

● বিশ্বকাপে সবচেয়ে বেশি সময় গোলখরায় ভুগলেন ইংলিশ ফরোয়ার্ড ওয়েন রুনি। বিশ্বকাপে ১২ ঘণ্টা ৫৯ মিনিট অপেক্ষা করেও গোলের দেখা পান তিনি।

● গত বিশ্বকাপের তুলনায় এবারের বিশ্বকাপের জার্সি তুলনামূলক হালকা। জার্সিটি অ্যান্টি-ব্যাক্টেরিয়াল ও ঘামশোষক।

● ১৯৩০ সালে ইংল্যান্ডের এরনি ব্লেনকিনশপের সাপ্তাহিক উপার্জন ছিল ৮ পাউন্ড। সেবার ইংল্যান্ডের হয়ে খেলে ম্যাচপ্রতি পেতেন ৬ পাউন্ড।

প্রথম বিশ্বকাপের ফাইনালে গোল করছেন কাস্ত্রো

প্রথম বিশ্বকাপ ফাইনালের দুটি বল

ব্রাজিল বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বাদ্যযন্ত্র ক্যাক্সিরোলা

১৯৩৮ বিশ্বকাপে কালো জার্সিতে ইতালি

এবারের বিশ্বকাপের প্রথম পেনাল্টি মিস করছেন বেনজেমা

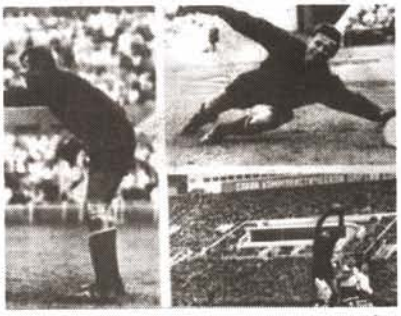
ফুটবল ইতিহাসের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক লেভ ইয়াসিন

- এবারের বিশ্বকাপের সবচেয়ে ধনী ফুটবলার ক্রিস্টিয়ানো রোনাল্ডো।
- ২০১০ বিশ্বকাপ মাতিয়েছিল 'ভুভুজেলা'। এবারের বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বাদ্যযন্ত্র 'ক্যাক্সিরোলা'।
- ১৯৭০ সালে প্রথমবার অফিসিয়াল ম্যাচবল ব্যবহৃত হয়। বলটির নাম ছিল 'টেলস্টার'।
- এবারের বিশ্বকাপের অফিসিয়াল বল 'ব্রাজুকা'। এক মিলিয়ন মানুষ ভোট দিয়ে বলের নামকরণ করে।
- গ্রুপ পর্যায়ে ইংল্যান্ড বনাম উরুগুয়ের ম্যাচটিকে বলা হয়েছিল 'বন্ধু ডুয়েল' নামে। কেননা উরুগুয়ের সুয়ারেজ আর ইংল্যান্ডের স্টারিজ দুজনই ইংলিশ লিগের একই ক্লাবের দুই বন্ধু।
- এবারের বিশ্বকাপের ফাইনালে পুরস্কার দেবেন গিজেল বুন্দচেন। তিনি ব্রাজিলের সুপার মডেল অভিনেত্রী।
- ডেড লিফ শট নেয়ার জন্য বিখ্যাত ছিলেন ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গার গ্যারিঞ্চা।
- বিশ্বকাপ চলাকালে টুইট করতে পারবেন না রাশিয়ার ফুটবলাররা।
- বিশ্বকাপে প্রথম বাইসাইকেল কিক মারেন ব্রাজিলিয়ান সেন্টার ফরোয়ার্ড লিওনিদাস ডি সিলভা। তিনি ১৯৩৮ বিশ্বকাপের সর্বোচ্চ গোলদাতা ছিলেন। ফুটবল বিশ্বে তিনি 'ব্ল্যাক ডায়মন্ড' এবং 'রাবারম্যান' নামে পরিচিত।
- মাথায় বল নিয়ে গিয়ে গোল করাকে 'সিল ড্রিবল' বলে।
- ১৯৩৮ সালে কালো জার্সি পরে খেলেছিল ইতালি। বেনিতো মুসোলিনিকে সম্মান জানাতেই এই পরিবর্তন। তিনি ইতালির প্রেসিডেন্ট ছিলেন।
- ১৯৫৪ সালের ফাইনাল হয়েছিল পানিভর্তি মাঠে। জার্মানির জন্য অ্যাডিডাস নতুনভাবে বুটের ডিজাইন করেছিল। সেই বুটে খেলতে নেমে হাঙ্গেরির বিরুদ্ধে ভালো সুবিধা পায় জার্মানি।

ফাইনালে পুরস্কার দেবেন মডেল-অভিনেত্রী গিজেল বুন্দচেন

- পর্তুগালের ইউসেবিওকে বলা হয় 'ব্ল্যাক প্যান্থার'।
- ফ্রাঞ্জ বেকেনবাওয়ারকে বলা হয় 'কাইজার'।
- সর্বকালের অন্যতম সেরা গোলরক্ষক রাশিয়ার 'ব্ল্যাক স্পাইডার'খ্যাত লেভ ইয়াসিন।
- স্করপিয়ান কিকের জন্য বিখ্যাত ছিলেন কলম্বিয়ার 'সুইপার'খ্যাত রেনে হিগুইতা।
- ১৯৬৬ বিশ্বকাপে প্রথম গোললাইন বিতর্কের শুরু হয়েছিল। সেবার ইংলিশ ফুটবল জিওফ হার্স্ট পশ্চিম জার্মানির বিরুদ্ধে বিতর্কিত গোল দেন।
- কারখানায় কাজ করতে করতে হাত কাটা যায় হেক্টর কাস্ত্রোর। ১৯৩০ সালের বিশ্বকাপ জয়ের নায়ক তিনি। প্রতিবন্ধকতা দিয়েই উরুগুয়েকে কাপ জেতান কাস্ত্রো। ■

বিশ্বকাপের প্রথম গোললাইন বিতর্কের গোল করছেন জিওফ হার্স্ট (১৯৬৬ বিশ্বকাপ)